উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
❑ এম. এ.হক ❑ মোঃ জিয়াউদ্দিন
❑ আসিফ মাহমুদ ❑ এইচ এস ফিরোজ
❑ মাসুদুর রহমান ❑ জহিরুল করিম
❑ জহির হোসেন ❑ শীনা ইনাম
❑ রেহানা আখতার ❑ এ মল্লিকা রাব
❑ শম্পা মাহমুদ ❑ সুজা বিন জায়েদ
বিদেশ প্রতিনিধি

ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল	আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন	আমেরিকা
ডঃ মনজুর-ই-খোদা	কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক	চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস, ব্যানার্জী	ভারত
রেজোয়ান শুটনিক	ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
এন,এম, জামাল	সুইডেন
ইমরুল কায়েস	ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান	হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ : আলীম আজিজ
ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২
মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা :
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
শামমা ফেরদৌস বীথি
প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২

দাম : প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
নভেম্বর ১৯৯৪

বিশ্ব বাজারের সিংহদ্বার খুলুন

কলম্বিয়ার অজ পাড়া গাঁ ও বস্তীর দরিদ্র নারীরা এতদিন হস্তশিল্পের পণ্য তৈরী করে অপেক্ষা করতেন কোন রপ্তানীকারকের ফড়িয়াদের আগমনের। বাকীতে, পানির দরে শ্রম ও ধৈর্যের পণ্য অনাদরে তুলে নিতেন তারা। এ নারীরা কোনদিন জানতো না ইউরোপের ক্রেতারা কী সমাদরে এ হস্তশিল্প তুলে নেয় বিপনীতে। আজ কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগের মিলনে গড়ে ওঠা ট্রেড পয়েন্টে পা দিয়ে কমপিউটারের মাধ্যমে এ দরিদ্র প্রাকৃতজনেরা সরাসরি তাদের পণ্যের ইউরোপীয় ও আমেরিকান ক্রেতার সন্ধান পেয়ে যান এবং নমুনা অনুযায়ী নিজেদের পণ্য সরাসরি তাদের কাছে পাঠিয়ে অর্জন করছেন, জীবন ও বিকাশের শক্তি। বিশ্ব বাণিজ্যের তথ্য লাভ ও তথ্য প্রেরণের সার্বজনীন কেন্দ্র হিসাবে গ্যাবন, কেনিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, সেনেগাল, জাম্বিয়ার মত অনগ্রসর দেশেও ট্রেড-পয়েন্ট গড়ে ওঠার খবর আমাদের দেশে সবেমাত্র এসেছে। আমাদের দেশে খেদির মা,ফুলবানু, কালু ও ফেলু মিয়াদের মত দক্ষ ও ক্ষুদ্র উৎপাদকেরাতো বটেই, এমনকি তৈরী পোষাক উৎপাদক গার্মেন্টস কারখানাগুলো বায়ারের সন্ধান না পেয়ে এদেশী ও ভিনদেশী বায়িং হাউজগুলোকে প্রতি বৎসর কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে ৩/৪ শত কোটি টাকার কমিশন তুলে দিচ্ছে– এ তথ্য সরকারের জানা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একটা ট্রেড পয়েন্ট কেন গড়ে ওঠেনি, চেম্বার ও ফেডারেশনগুলোর দাবীনামায় ট্রেড পয়েন্টের দাবী কেন দেখা গেলনা জনগণ এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই করতে পারে।

অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফিরেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। কিন্তু এই মরণ ফাঁদের মধ্য থেকে বিজয়ীর মত উদ্ধার লাভের হাতিয়ার– ট্রেড পয়েন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে এ মন্ত্রী বা সরকারকে একটিবারও কথা বলতে শোনেনি জনগণ। উন্নত বিশ্বের ক্রেতারা কে, কখন, কোথায় আমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো কিনতে আগ্রহী, প্রতি মূহুর্তে তা যাচাই করে সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে উৎপাদকের যোগাযোগ ঘটানোর কমপিউটারাইজড ব্যবস্থাটা গড়ে তোলা যে অপরিহার্য, এটা ছাড়া অবাধ বাণিজ্য যে আমাদের উৎপাদকদের পণ্যকে ফেলে রেখে বিদেশী পণ্যে আমাদের বাজার চুষে নেবে– তা বুঝবার মত শক্তি আমাদের সরকারের মধ্যে ছিল না। সরকারের এমন দুঃখজনক অনভিজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে এদেশের অনেক সম্ভাবনা ইতিপূর্বেও মাটি হয়ে গেছে। ডাটা প্রসেসিং শিল্পের ক্ষেত্রেও এ অজ্ঞানতার কর্তৃত্ব দেখেছি আমরা। আজ বিশ্ব ব্যাংকের নতুন মিশন প্রধান পিয়েরী লিভেল মিলস যখন বলেন, পাট ও গার্মেন্টসের পর চামড়া, সিল্ক, সিরামিকের মতই বাংলাদেশের সম্ভাবনার ক্ষেত্র ডাটা প্রসেসিং শিল্পে, তখন আর উচ্চবাচ্য শুনিনা। কিন্তু ইউরোপের ডাটা প্রসেসিং-এর কাজ বাংলাদেশের উপর দিয়ে যখন ভারতে চলে যাচ্ছিল, কমপিউটার জগৎ যখন এ শিল্পের ভিত্তি নির্মাণের জন্য মাথা কুটছিল, তখন সরকারের প্রধান কমপিউটার কর্তারা এমন কথাকি বলেননি, ডাটা প্রসেসিং বলে কোন শিল্পের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই? তারা এখনও সরকারের ভিতর বসে জনগণের অস্থিমজ্জা ও বিদেশী সাহায্যের ভোগ খাচ্ছেন। কিন্তু লাখ লাখ শিক্ষিত তরুণ বেকার।

আজ গ্রামীন চেক, তাঁতের কাপড়, সুতী বস্ত্র, শাড়ী, অলঙ্কার, হস্তশিল্প, ফলমূল, সব্জীসহ কতকিছু তৈরী করছে দেশ। অন্যান্য দেশের বিক্রেতার পাশাপাশি বিদেশী ক্রেতাদের কাছে নিত্য নৈমত্তিক তার চাহিদা দাবী করার পথ হচ্ছে ট্রেড পয়েন্ট। আমরা আশা করবো, হাঁস-মুরগী, গরু-বাছুর, ক্ষমতার ক্রীড়ার মধ্যেও সরকার ও প্রশাসন এদেশের উৎপাদকদের আন্তর্জাতিক বায়ারের সাথে সরাসরি যুক্ত করার সিংহদ্বার উম্মোচন করবেন– একটি ট্রেড-পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে।

লেখক সম্পাদক : ❑ রেজাউল করিম ❑ আবদুল হালিম ❑ গোলাম নবী জুয়েল ❑ মোঃ হাসান শহীদ